সরকারী অডিট আপত্তির দ্রুত নিষ্পত্তি চাই
জনগণের অর্থ নিয়ে কোনও দুর্নীতি নয়

১. পাঁচ হাজার কোটি টাকার অডিট আপত্তি: আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার এক-দশমাংশ

গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১২ সরকারের মহা-হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তরের কার্যালয় ২০০৮-০৯ হতে ২০১০-১১ তিন অর্থবছরের উপর একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং তা মাননীয় রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করে। প্রতিবেদনের মূল বিষয় ছিল বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আর্থিক কার্যাবলীর উপর অডিট আপত্তি।

প্রতিবেদনে বিগত তিন অর্থবছরে মোট ৬০৫টি অডিট আপত্তির বিপরীতে সর্বমোট ৪,৮১৫ কোটি টাকার অডিট আপত্তি উত্থাপন করা হয়।

সরকারর সর্বশেষ অডিট প্রতিবেদনের উপর বিস্তারিত কোনও তথ্য মহা-হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে এখন পর্যন্ত প্রকাশ করা না হলেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দেখা যাচ্ছে, চলতি অডিট প্রতিবেদনে সরকারের নিম্নোক্ত মন্ত্রণালয়গুলো বড় ধরনের আর্থিক অনিয়মের সাথে জড়িত।

অডিট প্রতিবেদনের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী ২০০৮-১১ অর্থবছরে সরকারের ব্যাংকিং খাত, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সকল আর্থিক অনুবিভাগের বিরুদ্ধে ১,০৫৩.৮০ কোটি টাকার অনিয়ম চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে শুধু ব্যাংকিং সেক্টরেই রয়েছে ৫৪৯ কোটি টাকা। এছাড়াও বিদ্যুত-জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে ১,২৯২.৭৭ কোটি টাকা, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে ৪২৬.৩২ কোটি টাকা, রেল মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে ৮০২.৫৩ কোটি টাকা এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে ৫৯৪.৭৬ কোটি টাকার আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

উপরোক্ত প্রতিবেদন ২০০৮-১১ অর্থবছরে সরকারের গুটিকেয়ক মন্ত্রণালয়ের আর্থিক অনিয়মের চিত্র তুলে ধরলেও প্রকৃতপক্ষে, সরকারের সকল মন্ত্রণালয় ও উন্নয়ন অনু-বিভাগসমূহ আর্থিক অনিয়ম এবং দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত।

২. স্বাস্থ্য খাতে এক বছরে ১৫১ কোটি টাকা লোপাট

সরকারী চলতি অডিট প্রতিবেদনে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এইচপিএনএসডিপি) গত এক বছরে ১৫১ কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম ও লোপাটের ঘটনা ধরা পড়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, বিভাগ, জেলা হাসপাতাল ও সিভিল সার্জনের কার্যালয়সমূহ এসকল অনিয়ম ও আথিক লুটপাটের সাথে জড়িত বলে অডিট প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

এইচপিএনএসডিপি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন কর্মসূচি। ৩২টি কর্মপরিকল্পনার (ওপি) মাধ্যমে এই কর্মসূচি সারা দেশে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যেখানে বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য দাতা সংস্থারা আর্থিক ঋণ দিচ্ছে। গত বছর ২০১২ এর ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত মাত্র আটটি ওপি কার্যালয়ের উপর মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষা করে এই ১৫১ কোটি টাকার লুটপাটের ঘটনা চিহ্নিত করা হয় যার মধ্যে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলো সত্যিকার অর্থেই ভয়াবহ;

- **সকল ওপি কার্যালয়ে ২-৩টি করে ফটোকপি মেশিন থাকার পরও এক কোটি পাঁচ লাখ তেত্রিশ হাজার টাকার ফটোকপি করা হয়েছে।**
- যন্ত্রপাতি না কিনেই ২৮ কোটি ৬৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা তথাকথিত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়েছে।
- বিদেশে প্রশিক্ষণে না গিয়েও প্রশিক্ষণের খরচ হিসাবে ১০ লাখ ৫১ হাজার ৭৩০ টাকা উত্তোলন করা হয়েছে।
- গবেষণার নামে ১৪ জন চিকিৎসক কতৃক ৮১ লাখ টাকা উত্তেলন করা হয়েছে অথচ কোনও গবেষণাপত্র নাই।
- **দেশীয় প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহনের সম্মানী বাবদ প্রতিদিন ১ লাখ ১২ হাজার ৮৮৭ টাকা করে দুই পরিচালক মোট ২ কোটি ৩৫ লাখ ৩৮ হাজার টাকা গ্রহণ করেছে।**

এসকল অডিট আপত্তির সবগুলোই ব্যক্তিগত আর্থিক দুর্নীতি।

৩. বিমানের হাজার কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম

গত ছয় বছরে (২০০৭-১২) বাংলাদেশ বিমানের ছয়টি খাতে মোট ৯৬২টি অডিট আপত্তি বা আর্থিক অনিয়মের ঘটনা চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ৩৪১টি, যেখান থেকে ৩,৯৪৯.১০ কোটি টাকা সমন্বয় বা আদায় করা হয়েছে। এই আদায় হয়েছে বিমানের বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে দায়িত্বে অবহেলা থেকে সৃষ্ট আর্থিক বকেয়া আদায়ের মাধ্যমে। কিন্তু যে সকল আর্থিক অনিয়ম বা ঘটনার সাথে বিমানের কর্তাব্যক্তিরা সরাসরি জড়িত এমন অডিট আপত্তি বা আর্থিক অনিয়মের কোনও প্রকার সুরাহা হয়নাই। এ সকল আর্থিক অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থের পরিমাণ ১,০৩৭ কোটি ৭৬ লাখ ৩৩ হাজার টাকা, যা ভবিষ্যতে আদৌ নিষ্পত্তি হবে কিনা সন্দেহ।

৪. বিচিত্র উপায়ে রাষ্ট্রীয় অর্থ লুটপাট

রাষ্ট্রীয় অর্থ লুটপাটের একটি বড় ক্ষেত্র হচ্ছে এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে যে উন্নয়ন পরিকল্পনা জমা দেওয়া হয় তার বিপরীতে অবশ্যই একটি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা থাকে যার ভিত্তিতে অর্থমন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, অর্থবরাদ্দ পাওয়ার পর পরিকল্পনা মাফিক বাস্তবায়ন না করে বিভিন্ন অজুহাতে এগুলোকে দীর্ঘায়িত করা হয়। যে কারণে দেখা যায়, বছরের প্রথম ৩-৬ মাসে এডিপি বাস্তবায়ন বাবদ অর্থব্যয় হয় মাত্র ১৫-২০%। এমনকি বছরের নয় মাস পার হলেও অর্থ খরচ করা হয় না। কিন্তু বছরের শেষ তিন মাসে এসে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তিরা এডিপি'র ৮০-৯০% অর্থ যেনতেন প্রকারে ব্যয় করে ফেলেন।

সারা বছর প্রকল্প বাস্তবায়ন ঝুলিয়ে রেখে শেষের দিকে অর্থ খরচের জন্য দাতা ও মন্ত্রণালয়ের চাপকে তারা অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করেন এবং নিয়মবহির্ভূতভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে রাষ্ট্রীয় অর্থ লুটপাটে জড়িত হন।

আমাদের দেশে বেশিরভাগ মন্ত্রণালয়ই (এলজিইডি, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও শিক্ষা উল্লেখযোগ্য) এ ধরনের নিয়মবহির্ভূত চর্চায় ব্যস্ত এবং রাষ্ট্র এবং জনগণের নিকট এ সকল মন্ত্রণালয়ের কোনও

প্রকার জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা না থাকায় প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ সম্পদের অপচয় হচ্ছে।

আরও বিভিন্ন বিচিত্র উপায়ে সরাকরের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও তাদের কর্তাব্যক্তিগণ রাষ্ট্রীয় অর্থ লুটপাটের সাথে জড়িত রয়েছে। যেমন: দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়নকৃত জরুরি বন্যা পুনর্বাসন সংক্রান্ত একটি প্রকল্প ২০০৭ সালে শেষ হওয়ার পর এই প্রকল্পের ০২ কোটি ৩২ লাখ টাকা উদ্বৃত্ত থেকে যায়। প্রকল্প পরিচালক ঐ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না দিয়ে অন্য একটি হিসাবে স্থানান্তর করেন। নিরীক্ষায় বিষয়টি ধরা পরার প্রায় তিন বছর পর দুই কোটি টাকা ফেরত দেওয়া হয়, কিন্ত বাকি ৩২ লাখ টাকা আজও ফেরত পায়নি সরকার।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর কর্তাব্যক্তিগণ রপ্তানি উন্নয়ন সহায়তা হিসাবে পাচঁটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে ৩৫ কোটি ২৯ লাখ ২২ হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছেন। অথচ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী এসকল প্রতিষ্ঠান উক্ত সময়ে কোনও প্রকার পণ্যই বিদেশে রপ্তানী করেনি।

তাহলে কার স্বার্থে, কী উপায়ে তাদেরকে রপ্তানি উন্নয়নের নামে এত টাকা দেয়া হলো? এটাই এখন আমাদের কাছে বড় প্রশ্ন।

৫. অডিট আপত্তি নিরসনে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ও ধীরগতি দুর্নীতিকে আরও উৎসাহিত করছে

সরকারী প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের এসকল আর্থিক অনিয়ম বা দুর্নীতির পেছনে থাকে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের হীন চেষ্টা। দুটি উপায়ে এই ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করা হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা গাফিলতি, যার মাধ্যমে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতি করে নিজ স্বার্থ অর্জন এবং অন্যটি হচ্ছে সরাসরি আর্থিক দুর্নীতি বা অনিয়ম।

রাষ্ট্র যন্ত্র ব্যবহার করে ও রাষ্ট্রের সম্পদ অপচয়, অপব্যবহার করে রাষ্ট্র ও জনগণের উন্নয়নের জন্য নিয়োজিত তথাকথিত কর্তাব্যক্তিরা প্রতিনিয়ত নিজেদের আখের গোছানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। এর ফলে প্রতি বছর রাষ্ট্র ও সরকারের বিপুল পরিমাণ সম্পদ লোপাট হয়ে যাচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রবৃদ্ধি, বৃদ্ধি পাচ্ছে দারিদ্র ও আর্থ-সামাজিক অসমতা।

প্রতি বছরই সরকারী আর্থিক কর্মকান্ডের উপর অডিট প্রতিবেদন তৈরি হচ্ছে এবং এসকল প্রতিবেদনে হাজার হাজার অডিট আপত্তি উত্থাপিত হচ্ছে। কিন্তু বেশিরভাগ অডিট আপত্তিই অনিষ্পন্ন অবস্থায় থেকে যাচ্ছে। অথচ এর সঙ্গে জড়িত সরকারী কর্তাব্যক্তিরা বহাল তবিয়তে থেকে যাচ্ছে এবং অবসর নেবার সময় সকল সরকারী সুবিধা ঠিকই বুঝে নিচ্ছে। শুধু বঞ্চিত হচ্ছেন জনগণ, যারা কর দিয়ে এবং বিদেশি ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে রাষ্ট্রীয় সম্পদের যোগান দিয়ে যাচ্ছেন।

স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়ে গেছে। এই টাকা দিয়ে এখন দুটি পদ্মা সেতু নির্মাণ করা যেত।

৬. আমারা বলতে চাই: আর্থিক সুশাসন ও জবাবদিহিতা হচ্ছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত

বর্তমান সরকার ক্ষতায় আসার পর জাতীয় সংসদে হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এই স্থায়ী কমিটি বিগত সময়ের ৪৯০টি অডিট প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করেছে, যেখানে ৫,৬০৭টি অডিট আপত্তির বিপরীতে ১১ হাজার ৭৩৮ কোটি টাকার আর্থিক অনিয়মের চিত্র উদঘাটিত হয়েছে। যদিও উক্ত অডিট আপত্তির বিপরীতে অর্থ পুনরুদ্ধারের তথ্য আমাদের কাছে এখনও অস্পষ্ট।

আর্থিক সুশাসন ও জবাবদিহিতা হচ্ছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত। আমরা মনে করি, গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে দেশ থেকে দুর্নীতি দুর করা সকল সরকারের জন্য অত্যন্ত জরুরি একটি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। এই পরিপ্রেক্ষিতে, সরকার দেশ থেকে দুর্নীতি নিরসন করতে পারবে, যদি সময়মত সকল অডিট আপত্তির কার্যকর নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়। সুতরাং কার্যকরভাবে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ পুনরুদ্ধার করার মাধ্যমে আর্থিক সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য আমরা সরকারের কাছে নিম্নোক্ত দাবিগুলো তুলে ধরছি;

ক. সকল সরকারী অডিট প্রতিবেদন অবিলম্বে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন কোন মন্ত্রণালয়, কোন কোন অনু-বিভাগ, কোন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী আর্থিক অনিয়মের সাথে জড়িত তা অডিট প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে।

খ. সকল অডিট প্রতিবেদনের উপর কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা নিয়মিত জাতীয় সংসদে আলোচনা করতে হবে। বাজেট অধিবেশন শুরুর আগেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর বিরুদ্ধে কী পরিমাণ অডিট আপত্তি রয়েছে, নিষ্পত্তি, অর্থ পুনরুদ্ধারের অগ্রগতি কী তা আলোচনা করতে হবে এবং সে অনুয়ায়ী ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। জনগণের করের টাকার দায়বদ্ধতা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

গ. আর্থিক অনিয়মের এবং দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ (যেমন সাময়িক চাকরিচ্যুতি) করতে হবে এবং সকল মন্ত্রণালয়কে নিয়মিত অডিট করতে হবে।

ঘ. মহা হিসাব নিরীক্ষকের কার্যালয় থেকে প্রতি বছর সকল মন্ত্রণালয়কে নিয়মিত অডিট করতে হবে এবং অডিট প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে। সকল অডিট প্রতিবেদনের হালনাগাদ তথ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে, যাতে জনগণ জানতে পারে।

অর্পন, অনলাইন নলেজ সোসাইটি, ইউনাইটেড পিপলস ট্রাস্ট, ইক্যুইটিবিডি, উদয়ন-বাংলাদেশ, উন্নয়নধারা ট্রাস্ট, এ্যাসেট, এএমকেএস, জাতীয় শ্রমিক জোট, প্রান, প্রান্তজন ট্রাস্ট, বাংলাদেশ কিষাণী সভা, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, ভয়েস, লা ভিয়া ক্যাম্পেসিনা বাংলাদেশ দল, সিডিপি, সুরক্ষা ও অগ্রগতি ফাউন্ডেশন, হিউম্যানিটি ওয়াচ

সচিবালয়:

ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইক্যুইটিবিডি)

বাড়ি ১৩, মেট্রো মেলডি, ২য় তলা, সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭।

ফোন: +৮৮-০২-৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩,

ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯১২৯৩৯৫

www.equitybd.org

যোগাযোগ:

সৈয়দ আমিনুল হক (০১৭১৩৩২৮৮১৫)

মোস্তফা কামাল আকন্দ (০১৭১১৪৫৫৫৯১)